Lecture no -16+17
বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা
অধ্যায়-৩য়

শব্দঃ আমাদের চিন্তা , ইচ্ছা অনুভব করার কথিত ধ্বনি বা লিখিত চিহ্নকে শব্দ বলে।

শব্দের শ্রেণীবিভাগঃ যুক্তিবিদ্যায় সাধারণত শব্দ ৩ প্রকার । যথা-

১, পদযোগ্য শব্দ ২, সহ- পদ যোগ্য শব্দ ৩, পদ- নিরপেক্ষ শব্দ

পদযোগ্য শব্দঃ যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়াই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- মানুষ, খাতা, কলম।

সহ- পদযোগ্য শব্দঃ যে শব্দ বা শব্দসমস্টি স্বাধীনভাবে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত না হয়ে অন্যকোন অর্থপূর্ণ শব্দের সাহায্য নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে সহ- পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- টা, টি , খানা, খানি।

পদ- নিরপেক্ষ শব্দঃ যে শব্দ কোন প্রকারে অর্থ্যাৎ, স্বাধীনভাবে বা অন্যের সাহায্যে বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারেনা সেসব শব্দকে পদ- নিরপেক্ষ শব্দ বলে। যেমন- হায়! পদের প্রকারভেদ

যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী পদকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় -

১, সরল ও যৌগিক

সরল পদঃ যে পদ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ বলে। যেমন- মানুষ

যৌগিক পদঃ যে পদ একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে যৌগিক পদ বলে। যেমন- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

২, সমষ্টিবাচক ও ব্যাষ্টিবাচকঃ

সমষ্টিবাচক পদঃ যে পদ দ্বারা একই গুণ বিশিষ্টবাচক ব্যক্তি বা বস্তুকে আলাদা বা পৃথকভাবে না বুঝিয়ে তাদের সমষ্টিকে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন- সৈন্যবাহিনী

ব্যষ্টিবাচক পদঃ যে পদ সমজাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুকে একত্রে না বুঝিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বুঝায় তাকে ব্যষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন - একটি গ্রন্থ

নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ পদঃ

নিরপেক্ষ পদঃ যে পদ তার অর্থের জন্য অন্য পদের ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে। যেমন- গাছ- পানি

সাপেক্ষ পদঃ যে পদ তার অর্থের জন্য অন্য পদের ওপর নির্ভরশীল তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। যেমন- শিক্ষক

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

জাত্যর্থক পদঃ যে পদের ব্যক্তার্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। যেমন- মানুষ

অজাত্যর্থক পদঃ যে পদ শুধু ব্যক্তার্থ বা শুধু জাত্যর্থকে নির্দেশ করে তাকে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে। যেমন- সততা

প্রশ্ন ৫। 'মাতা' পদটি সাপেক্ষ কেন? [য. বো. '১৯]

উত্তর: যে পদ অর্থ প্রকাশের জন্য পদের ওপর নির্বরশীল থাকে তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। এমন কিছু পদ আছে যেগুলো স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এসব পদকে সপেক্ষ পদ বলে। 'মাতা' পদটি অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য পদের ওপর নির্ভরশীল, তাই 'মাতা' পদটি সাপেক্ষ পদ।

প্রশ্ন ৬। "অবধারণ মাত্রই যুক্তিবাক্য নয়"– বুঝিয়ে লেখ।[কু. বো. '১৯, চ. বো. '১৯, সি. বো. '১৯]

উত্তর: অবধারণ যুক্তিবাক্য থেকে আলাদা। দুটি ধারণার মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক মানসিক অবস্থাকে অবধারণ বলে। অর্থাৎ কোন একটি ধারণা সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা মনে মনে স্বীকার বা অস্বীকার করাই হলো অবধারণ। আর দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিকে বলে যুক্তিবাক্য । তাই দেখা যাচ্ছে যে, অবধারণ একটি মানসিক অবস্থা, যার যুক্তিবাক্য একটি প্রকাশিত রূপ। সুতারং বলা যায়, "অবধারণ মাত্রই যুক্তিবাক্য নয়।"